

It's a lovely experience walking around a museum by yourself.
- Brad Pitt



Bangladesh Bureau of Statistics MUSEUM

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জাদুঘর



বিবিএস জাদুঘরের প্রবেশদ্বার

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (SID)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

পরিসংখ্যান ভবন

ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

বিবিএস জাদুঘর পরিদর্শন করতে আন্তরিক আমন্ত্রণ

পরিদর্শনের সময়সূচী

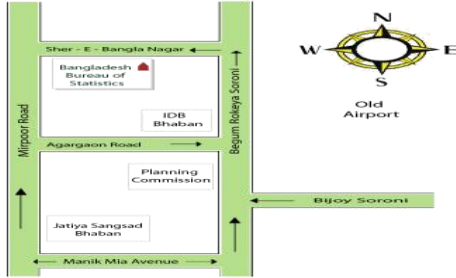
সকাল ১০-০০ হতে বিকাল ৪-৩০ মিনিট
(সরকারী ছুটির দিন ছাড়া)



সাবেক মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) একে খন্দকার, বীরউত্তম ও জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জাদুঘরের ফলক উন্মোচন করেন। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩



মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব আহম মুস্তফা কামাল-কে ফুলের তোড়া উপহার দেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান।
১৩ জানুয়ারী ২০১৪



বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (SID)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

পরিসংখ্যান ভবন

ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোনঃ ৯১১ ২৫৮৯ ই-মেইলঃ dg@bbs.gov.bd
www.bbs.gov.bd



মেইনফ্রেম কম্পিউটার (আইবিএম ৩৬০/৩০)

বাংলাদেশ ডিজিটাল যুগের আরম্ভ

ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মেইনফ্রেম কম্পিউটার নামে একটি যান্ত্রিক ডাটা প্রসেসিং সিস্টেম উত্তরাধিকার সূত্রে বিবিএস প্রাপ্ত হয়।

১৯৬৮ সালের শেষের দিকে ৩য় প্রজন্মের কম্পিউটারটি (আইবিএম ৩৬০/৩০) (যার মেমরী ৬৪K ও ইঞ্চি প্রতি ৮০০ BPI) ক্রয়ের জন্য তৎকালীন সরকার কার্যাদেশ প্রদান করে এবং ১৯৭০ সালে কম্পিউটারটি গ্রহণ করা হয়।

১৯৭৪ সালে আদমশুমারির তথ্য প্রক্রিয়াকরণের সময় ইউএনএফপিএর একটি প্রকল্পের আওতায় কিছু নতুন এনকোডিং মেশিন সংযোজন করে বিবিএস মেইনফ্রেম কম্পিউটারটির স্থাপনা সম্পূর্ণ করে।

১৯৭৪ সালে বিবিএস-এর সাথে বিভিন্ন অফিস যোগ হওয়ার সময় বিবিএস-এ মেইনফ্রেম কম্পিউটারসহ কয়েকটি কী-পান্চিং মেশিন ও কয়েকটি যান্ত্রিক টেবুলেটের ছিল।

সে সময় মূল টার্মিনাল থেকে শুধুমাত্র মেইনফ্রেম ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে ডাটা এন্ট্রি, ডাটা কমিউনিকেশন এবং আদমশুমারির তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য কিছু ডাটা এন্ট্রি মেশিন ক্রয় করা হয়। সে সময় প্রোগ্রামিং ভাষা হিসাবে REALIA COBOL এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ভাষা হিসাবে FORTRAN-IV ব্যবহার করা হতো।

বিবিএস ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত মেইনফ্রেম কম্পিউটার (আইবিএম ৩৬০/৩০) ব্যবহার করেছে।

মেইনফ্রেম কম্পিউটার এর অংশগুলি

- আইবিএম ৩৫০৩ (পাঞ্চ কার্ড রিডার)
- আইবিএম ৩৩৪০ (ডিস্ক স্টোরেজ ইউনিট)
- আইবিএম ৫৩৪০ (সিস্টেম ৩৪ মূল ইউনিট)
- আইবিএম ৩৪২০ (ম্যাগনেটিক টেপ ইউনিট)
- আইবিএম ৩৮০৩ (টেপ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট)
- আইবিএম ৩৩৭০ (ফিল্ডট ডিস্ক ইউনিট)
- আইবিএম ৩৮৮০ (সাব-সিস্টেম পাওয়ার ইউনিট)
- আইবিএম ৯৩০৯ (ইএস/৯০০০ প্রসেসর ইউনিট)
- আইবিএম ৯৩৩৫ (ইএস/৯০০০ ডিস্ক স্টোরেজ ইউনিট)
- আইবিএম ৯৩৪৫ (ইএস/৯০০০ টেপ ড্রাইভ ইউনিট)
- আইবিএম ৬২৬২ (ইএস/৯০০০ লাইন প্রিন্টার)

আমোনিয়া মুদ্রণ যন্ত্রটি সহজ এবং বামেলা মুক্ত অপারেশন নিশ্চিত করার বিষয়টি মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়। সাধারণতঃ নকশা ও আমোনিয়া কাগজ টেবিলে সঠিকভাবে স্থাপন করে এ যন্ত্র দিয়ে প্রিন্ট করা হয়ে থাকে। এ যন্ত্র দিয়ে সাধারণতঃ মানচিত্র প্রিন্ট করা হয়। বিবিএস ১৯৯০ সাল পর্যন্ত আমোনিয়া মুদ্রণ যন্ত্র ব্যবহার করেছে।



আমোনিয়া মুদ্রণ যন্ত্র



টাইপরাইটার

সাইক্লোস্টাইল (কপিয়ার) যন্ত্র একটি স্টেনসিল যন্ত্রের মতো। মুদ্রণ ফর্ম হিসাবে একটি বিশেষ ধরনের কাগজে (স্টেনসিল পেপার) ছোট দস্ত বা চাকার সাহায্যে কাটা হয় বা অক্ষর লেখা হয়ে থাকে। ১৮৯০ সালে লডনে ডেভিড Gestetner এ সাইক্লোস্টাইল মেশিনটি তৈরী করেন। বিবিএস ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সাইক্লোস্টাইল (কপিয়ার) যন্ত্র ব্যবহার করেছে।



সাইক্লোস্টাইল (কপিয়ার) যন্ত্র



ফাসিট ক্যালকুলেটর

ফাসিট ক্যালকুলেটরটি সর্বপ্রথম স্টকহোম এর বাসিন্দা Axel Wibell ১৯১৮ সালে তৈরী করেন। এ ফাসিট ক্যালকুলেটর দিয়ে কোনো জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হতো না, শুধুমাত্র যোগ, বিয়োগ, গুন ও ভাগ করা যেতো। ১৯৭১ সালে আধুনিক জাপানি ক্যালকুলেটর বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফাসিট ক্যালকুলেটরের ব্যবহার কমে যায়। বিবিএস ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ফাসিট ক্যালকুলেটর ব্যবহার করেছে।



লাইন প্রিন্টার

ওএমআর (অপটিক্যাল মার্ক রিডার) যন্ত্র দিয়ে শুমারী, সার্ভে ও পরীক্ষায় ব্যবহৃত নথি ফর্ম থেকে মানুষের চিহ্নিত তথ্য ধরে রাখা হয়ে থাকে। পূর্বে নির্ধারিত অবস্থানে একটি চিহ্ন উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি, প্রদত্ত কাগজে স্ক্যান করে সনাক্ত করা হতো। এ মেশিনটি ডাটা এন্ট্রি জন্য একটি ইনপুট ডিভাইস হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিবিএস ১৯৮১ সাল থেকে ওএমআর যন্ত্র ব্যবহার করে আসছে।



ওএমআর (অপটিক্যাল মার্ক রিডার)



ওসিআর (অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রেকগনিশন)

ওসিআর যন্ত্রটি মুদ্রিত বা হস্ত লিখিত টেক্সট কে কম্পিউটারে পাঠযোগ্য করে ছবি/হিমেজ এ রপান্তরিত করে। পরবর্তিতে এ ছবি/হিমেজ হতে তথ্য ইলেকট্রনিক রূপান্তরের মাধ্যমে ডাটা বেজ-এ সংরক্ষিত হয়। এ যন্ত্র দিয়ে ছবি, পাসপোর্ট, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বিজনেস কার্ড, চেকের নিচে লেখা গোপন নম্বর ইত্যাদি ইলেকট্রনিক রূপান্তরের মাধ্যমে পাঠ করা হয়ে থাকে। বিবিএস এ ওসিআর যন্ত্রটি ২০০১ সাল পর্যন্ত ব্যবহার করেছে।



কাঠের প্যানডেরিগ্রাফ



এইচপি ডিজাইনজেট ৩৫০০ সিপি

কোয়াস্টার টেপ ডাইভ সিমি ড্যালি, ক্যালিফোর্নিয়া ডিভিসি একটি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করে। চৌম্বকীয় পদ্ধতিতে তথ্য স্টোরেজ করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি একটি ৯ ট্র্যাক টেপ ডাইভ। ১৯৯৫ সালে প্রাথমিকভাবে ৮ মিলিমিটার টেপ ডাইভ প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে প্রযুক্তির বিবর্তনে ও ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুযায়ী ৪ মিলিমিটার টেপ ডাইভ প্রস্তুত করে থাকে। বিবিএস ২০০৬ পর্যন্ত এ মেশিন ব্যবহার করেছে।



ডেল্লজেট প্রিন্টার (প্লটার)

এইচপি ডিজাইনজেট ৩৫০০ প্রিন্টার দিয়ে উজ্জ্বল, সঠিক রং, মসৃণ এবং উন্নত মানের ছবি প্রিন্ট করে থাকে। এ প্রিন্টারের সাহায্যে ম্যাপ ও বিভিন্ন প্রকারের গ্রাফিক্স ডিজাইন নিখুঁত ভাবে প্রিন্ট করা যায়। এ প্রিন্টার প্রতি ঘন্টায় ৪৬ বর্গফুট হতে ৯২ বর্গফুট পর্যন্ত প্রিন্ট করতে সক্ষম। প্রিন্টারটি TIFF ও JPEG ফাইল প্রিন্ট করতে পারে। বিবিএস এ প্রিন্টার ২০০১ সাল পর্যন্ত ব্যবহার করেছে।



টেপ ডাইভ

লাইন প্রিন্টার হলো এক সময়ে একটি সম্পূর্ণ লাইন মুদ্রণ করতে সক্ষম একটি উচ্চ গতি সম্পন্ন প্রিন্টার। এ প্রিন্টার প্রতি মিনিটে ১৫০ থেকে ২৫০০ লাইন (১০ থেকে ১২ পৃষ্ঠা) পর্যন্ত প্রিন্ট করতে সক্ষম। দ্রুত গতির লাইন প্রিন্টার প্রতি মিনিটে ৩,০০০ লাইনের বেশী লাইন প্রিন্ট করতে পারে। বাজারে কয়েক প্রকারের লাইন প্রিন্টার পাওয়া যায়, যেমনঃ ডাম প্রিন্টার, চেইন প্রিন্টার, হইল প্রিন্টার, বার প্রিন্টার, ব্যান্ড প্রিন্টার ইত্যাদি। লাইন প্রিন্টার গ্রাফিক্স মুদ্রণ করতে পারে না এবং মুদ্রণকালে শব্দ হয়। বিবিএস ২০১০ পর্যন্ত এ প্রিন্টার ব্যবহার করেছে।



স্টোরেজ ডিভাইজ



বিবিএস এর অর্জন



সার্ভার



সার্ভার

সার্ভার একটি সিস্টেম সফটওয়্যার এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যার যার মাধ্যমে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রদান বা প্রদানে সহায়তা করে। ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার ব্যবহার করে এ সকল সার্ভার পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সার্ভার কয়েক প্রকারের হয় যেমনঃ প্রিন্সি সার্ভার, এফটিপি সার্ভার, ডাটাবেজ সার্ভার, এপ্রিটেশন সার্ভার, ফাইল সার্ভার, নেটওয়ার্ক সার্ভার, ই-মেইল সার্ভার, ব্যাকআপ সার্ভার, প্রিন্ট সার্ভার, ওয়েব সার্ভার ইত্যাদি। বিশেষ সার্ভারের যাত্রা শুরু ১৯৯০ সালে। সারা বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহার ক্লায়েন্ট সার্ভার প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে। সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ সার্ভার ইন্টারনেট প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত আছে। বিবিএস ১৯৮১ সাল থেকে বিভিন্ন ধরনের সার্ভার ব্যবহার করে আসছে।

নেইনক্রম কম্পিউটারের অংশবিশেষ (আইবিএস ৩৬০/৩০)



আইবিএম ৩৩৪০ (ডিস্ক স্টোরেজ ইউনিট)



আইবিএম ৫২৪০ ডুয়েল ডাটা টেশন



আইবিএম ৯৩০৯ (ইএস/৯০০০ প্রসেসর ইউনিট)



আইবিএম রিমোভাল ডিস্ক



সাব-সিস্টেম পাওয়ার/টেপ নিয়ন্ত্রণ/ফিক্সড ডিস্ক ইউনিট



আইবিএম ৩৫০৩ (পোস্ট কার্ড রিডার)



ম্যাগনেটিক টেপ



আইবিএম ৩৪২০ (ম্যাগনেটিক টেপ ইউনিট)